ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতিসংঘ ও বিশ্বশান্তি

প্রশ্ন ▶ ১ মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে শান্তি স্থাপনের জন্য চতুর্দশ নীতি ঘোষণা করেন। এ চতুর্দশ নীতির ১৪নং ধারায় উইলসন বলেন যে, সকল জাতির প্রতি ন্যায়বিচার এবং সকল জাতির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়তে হবে। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে উইলসনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে ১৯ সদস্যের এক কমিটিকে লীগের গঠনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। উইলসন এ কমিটির সভাপতি ছিলেন। এ সমিতি জাতিপুঞ্জ বা লীগ অব নেশনস গঠনের জন্য একটি খসড়া সংবিধান রচনা করেন। প্যারিসের সম্মেলনে খসড়াটি অনুমোদিত হলে, ভার্সাই সন্ধির প্রথম খণ্ডে এ খসড়া গৃহীত হয়। এর ফলে লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়।

ক. জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ কোনটি? ১

খ. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লীগ অব নেশনস ও জাতিসংঘ গঠনের পটভূমির সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লীগ অব নেশনস এবং জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন- বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো নিরাপত্তা পরিষদ।

খ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বছরে অন্তত তিনবার এর অধিবেশন বসে।

তাছাড়া সাধারণ পরিষদের অনুরোধক্রমে এর বিশেষ অধিবেশনও বসতে পারে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে প্রতি তিন বছর অন্তর পদত্যাগ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত লীগ অব নেশনস ও জাতিসংঘ গঠনের পটভূমিতে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি দেখে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা পরিকল্পনা করেন পরবর্তীতে যাতে এমন যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা না যায়। সেজন্য আন্তর্জাতিক শান্তি স্থায়ী করার জন্য একটি সংস্থার প্রস্তাব করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন তার চৌদ্দ দফার ১৪নং ধারায় সকল জাতির প্রতি ন্যায়বিচার এবং সকল জাতির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আর্ন্তজাতিক সংগঠনের দাবি জানান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর উইলসন লীগ অব নেশনসের গঠন পরিকল্পনা প্যারিস সম্মেলনে উপস্থাপন করেন এবং তার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হয়। ফলে ১৯১৯ সালের ২৮ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে লীগ অব নেশনসের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ১৯৩৮ সালের মধ্যেই লীগের রাজনৈতিক অস্তিত্ব এক প্রকার বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অন্যদিকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে বৃহৎ শক্তিবর্গ বিভিন্ন জোট গঠন করে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। স্বাভাবিকভাবেই এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অধিকতর ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে মানুষ আরও বেশি শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং ভবিষ্যৎ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে বিশ্ববাসী একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই মিত্রশক্তির নেতারা একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা ভাবতে থাকেন। অবশেষে জাতিসংঘ (U.N.O) স্থাপনের মধ্য দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত লীগ অব নেশনস এবং জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন।

প্রথমত, যুদ্ধের পরিবর্তে সহযোগিতার দ্বারা তারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখবে এবং আন্তর্জাতিক আইনকানুন মেনে চলবে।

দ্বিতীয়ত, নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ লীগের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তি করবে এবং কোনো রাষ্ট্র যদি লীগের নির্দেশ উপেক্ষা করে তবে অন্য রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণা করবে এবং প্রয়োজন হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করবে।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ, বিরোধ, উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘ কতকগুলো নীতি অনুসরণ করে।

প্রথমত, জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী গৃহীত সকল দায়িত্ব সদস্যরাষ্ট্র পালন করবে।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বিবাদ ও বিসম্বাদসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্র মিলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

তৃতীয়ত, সনদে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রসংঘ কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সদস্য রাষ্ট্রগণ রাষ্ট্রসংঘের সমর্থনে অগ্রসর হবে এবং অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে স্থির হয়।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কেউ বল প্রয়োগ করবে না। যেসব রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য নয় তারাও যাতে জাতিসংঘের নির্দেশ

মেনে চলে তা লক্ষ্য রাখতে হবে এবং জাতিসংঘ কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।

পরিশেষে বলা যায়, জাতিপুঞ্জ একটি ধারণার সৃষ্টি করেছিল আর জাতিসংঘ তার সার্থক পরিণতি হিসেবে কাজ করেছে।

প্রশ্ন ▶২ মিঠুন তার দাদার কাছ থেকে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছে, সংস্থাটি কয়েকটি পরিষদে বিভক্ত এবং এর একটি পরিষদ মূল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। এ পরিষদ ৫টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ী সদস্য সাকুল্যে ১৫টি সদস্যর রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। আর এ ৫টি স্থায়ী রাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য রাষ্ট্র কত? ১

খ. আন্তর্জাতিক আদালতের গঠন ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত জাতিসংঘের কোন পরিষদের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত পরিষদ ছাড়াও জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ— বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য রাষ্ট্র হচ্ছে ১৯৩টি।

খ আন্তর্জাতিক আদালত হচ্ছে জাতিসংঘের প্রধান বিচার বিভাগীয় সংস্থা।

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিভিন্ন ইস্যুতে বিবাদ স্বেচ্ছায় মীমাংসায় রাজি হলে এ আদালতের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করা হয়। ১৫ জন বিচারক দিয়ে এ আদালত গঠিত হয় এবং বিচারকগণ ৯ বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

গ উদ্দীপকে আমার পঠিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মিল পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। শুরুতে ৫টি স্থায়ী ও ৬টি অস্থায়ী সদস্য সাকুল্যে ১১টি সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত ছিল। ১৯৬৫ সাল থেকে ১০ জন অস্থায়ী সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হয় ১৫। আর ৯ জন সদস্যের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য হচ্ছে— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন। এ ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র যেকোনো প্রস্তাবে ভেটো (Veto) দিলে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না।

অস্থায়ী সদস্যগণ ২ বছরের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এ নিরাপত্তা পরিষদ।

সুতরাং মিঠুন তার দাদার কাছ থেকে যে জ্ঞান লাভ করেছে তার মধ্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন পক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ইঙ্গিতপূর্ণ পরিষদ অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদ ছাড়াও জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) প্রতিষ্ঠাকালে ১৮টি সদস্যপদ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯৬৫ সালের পর এ সংখ্যা ২৭-এ উন্নীত হয়। এ পরিষদ প্রতি বছর দুইবার অধিবেশনে মিলিত হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার রক্ষা, নারীর অধিকার রক্ষা, ক্ষতিকর মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ, আঞ্চলিক উন্নয়ন, যুদ্ধের কারণে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান, আন্তর্জাতিক শ্রমিক ইউনিয়নের গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী শ্রমিক স্বার্থ নিশ্চিতকরণ প্রভৃতির ব্যাপারে এ সংস্থা কাজ করে। এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এ পরিষদের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সংস্থা রয়েছে। যেমন: শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (IMF)। এছাড়া বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বা ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্যে এ সংস্থার কতিপয় কমিশন রয়েছে যেমন— ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন (EEC), এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যে কমিশন (ECAE), ল্যাটিন আমেরিকান কমিশন (ECLA), শিশু তহবিল (UNICEF), ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিশন (UNRRA) প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিষদ ছাড়াও অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ।

প্রশ্ন ▶৩ মাকসুদ রাস্তা পার হওয়ার সময় নীল ও সাদা পতাকাবাহী একটি গাড়ি যেতে দেখল। গাড়িটি দেখে তার একটি সংস্থার কথা মনে পড়ে গেল। সে মনে করে এই সংস্থাটির কারণেই বর্তমানে আর কোনো বিশ্বযুদ্ধের হুংকার দেখা যায় না। এছাড়া সে আরও ভাবে, এই সংস্থাটির আওতায় বাংলাদেশ বহু সৈন্য পাঠিয়েছে। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. শুরুতে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা কত ছিল? ১

খ. ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণে জাতিসংঘের অবস্থা কী ছিল? ২

গ. মাকসুদের ভাবনায় সংস্থাটির সাথে তোমার পঠিত যে সংস্থার মিল বিদ্যমান– তার কার্যকলাপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত সংস্থার সাথে জাতিপুঞ্জের অনেকাংশে পার্থক্য লক্ষ করা যায়? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শুরুতে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১টি।

খ ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণে জাতিসংঘ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

২০০১ সালে আলকায়দা কর্তৃক আমেরিকার নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার আক্রমণ ও ধ্বংসের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। বিশ্বকে সন্ত্রাসমুক্ত করার স্লোগান

নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ২০০৩ সালের ২০ মার্চ ইরাক আক্রমণ করে দখল করে নেয়। যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হাজার হাজার টন বোমা ফেললেও জাতিসংঘ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

গ মাকসুদের ভাবনার সংস্থাটির সাথে আমার পঠিত সংস্থা জাতিসংঘের মিল বিদ্যমান।

মাকসুদ রাস্তা পার হওয়ার সময় নীল ও সাদা পতাকাবাহী গাড়িটি দেখে তার যে সংস্থার কথা মনে পড়েছে সেটি হলো জাতিসংঘ। কেননা জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের গাড়িতে নীল ও সাদা রঙয়ের পতাকা লাগানো থাকে। নিম্নে এ সংস্থার কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রতিষ্ঠানলগ্ন থেকেই এ সংস্থা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তার কার্যক্রম শুরু করেছিল। ১৯৪৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় হল্যান্ডের শক্তি প্রয়োগ ও হল্যান্ডের কার্যকলাপ নিয়ে সংকট শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ড হল্যান্ডকে সমর্থন করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপর কতিপয় রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় হল্যান্ডের শক্তি প্রয়োগের নিন্দা জানায় এবং ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার অধিকারকে সমর্থন দান করে। জাতিসংঘে এ বিষয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা শুরু হলে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়।

এছাড়া ১৯৬০ সালে কঙ্গোতে প্রেরিত শান্তিরক্ষী দল কঙ্গোর স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রাখে। এছাড়া ১৯৬৪ সালে সাইপ্রাসে তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসন গঠন, ১৯৭৪ সালে গোলান উপত্যকা বিরোধ নিষ্পত্তি, ১৯৯১ সালে ইরাক-কুয়েত যুদ্ধে মিশন প্রেরণ, ১৯৯৩ সালে জর্জিয়ায় মিশন, ১৯৯৯ সালে সিয়েরেলিওনে পর্যবেক্ষক মিশনসহ অনেক মিশনে সৈন্য প্রেরণ করে জাতিসংঘ। এছাড়া মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সমস্যা, ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়, সিরিয়ার শরণার্থী সমস্যাসহ বিভিন্ন সমসাময়িক সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সুতরাং বলা যায়, প্রতিষ্ঠানলগ্ন থেকেই জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

ঘ উদ্দীপকের ইঙ্গিতপূর্ণ সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘের সাথে জাতিপুঞ্জের অনেকাংশে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় বলে আমি মনে করি। মাকসুদের ধারণায় জাতিসংঘের সফলতা প্রতিফলিত হয়েছে।

জাতিসংঘ ও জাতিপুঞ্জ উভয় সংস্থাই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিলো। তবে এদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্র উইলসনের ১৪ দফার ভিত্তিতে। কিন্তু উইলসনের প্রস্তাবের মূল কতিপয় ধারা এ জাতিপুঞ্জ গঠনের সময় উপেক্ষা করা হয়েছিল। অপরদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ গঠনের সময় বিষয়টি দূরদর্শিতার সাথে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে পরাশক্তি ছিল ৮টি। যথা: ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, অস্ট্রিয়া, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানি। অপরদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ৫টি পরাশক্তির উদ্ভব ঘটে, যথা— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন।

জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল পুরো বিশ্বের শক্তি-সাম্যকে মাথায় রেখে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার চেয়ে জার্মানিকে শাস্তিদানই ছিল বেশি আগ্রহের বিষয়। জার্মানির ভবিষ্যত উত্থান রোধ করার জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয় এবং এরূপ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্বের স্থিতবস্থা বজায় রাখার জন্য জাতিপুঞ্জ গঠন করা হয়েছিল। ফলে তা দীর্ঘ দিন কার্যকর থাকেনি।

অপরদিকে বিশ্বে দীর্ঘ মেয়াদি শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ও অবস্থান বারবার পরিবর্তিত হওয়ায় তা দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যপদ দীর্ঘদিন ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে।

তাই বলা যায় যে, জাতিসংঘ হচ্ছে জাতিপুঞ্জের উন্নত সংস্করণ।

প্রশ্ন ▶ ৪ বহুদিন ধরে গোরিপুর ও দোহার ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ লেগেই আছে। বিরোধ নিরসনে দুই চেয়ারম্যান শান্তিচুক্তি করলেও তাতে অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। সবশেষে তারা এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের দ্বারস্থ হন। জেলা পরিষদ তাদের এ বিরোধের একটা সুন্দর মীমাংসা করে দেয়।

◀ *শিখনফল: ১*

ক. জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ১

খ. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের জেলা পরিষদের ভূমিকার সাথে জাতিসংঘের কোন শাখার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় উক্ত শাখার ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডের 'হেগ' শহরে অবস্থিত।

খ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব যাতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো আর কোনো ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় যুদ্ধের সম্মুখীন না হয় সেজন্য জাতিসংঘ গঠিত হয়। বিশ্বের প্রতিটি জনগণের মাঝে সুসম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকের জেলা পরিষদের ভূমিকার সাথে জাতিসংঘের প্রধান বিচার বিভাগীয় সংস্থা আন্তর্জাতিক আদালতের সাদৃশ্য রয়েছে।

আন্তর্জাতিক আদালত জাতিসংঘের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। এ আদালতের মাধ্যমে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিভিন্ন ইস্যুতে বিবাদ স্বেচ্ছায় রাজি হলে তা নিষ্পন্ন করা হয়। আন্তর্জাতিক আদালত বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ বিচারালয় প্রতিষ্ঠান। এ আদালতের রায়ই চূড়ান্ত। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত দাবির বিষয়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ করে ন্যায্য দাবি আদায়ে সক্ষম হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে

আন্তর্জাতিক আদালতের নিকট দ্বারস্থ হয় এবং এ আদালত বাংলাদেশ ভারতকে সঠিক মীমাংসা প্রদান করেন।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, বহুদিন ধরে গোরিপুর ও দোহার ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ আছে। বিরোধ নিরসনে দুই চেয়ারম্যান শান্তিচুক্তি করলেও তাতে অবস্থার কোনো উন্নতি না হলে সবশেষে এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের দারস্থ হন। আন্তর্জাতিক আদালতের মতো জেলা পরিষদ তাদের এ বিরোধের একটা সুন্দর মীমাংসা দান করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের জেলা পরিষদ জাতিসংঘের অন্যতম শাখা আন্তর্জাতিক আদালতকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকের জেলা পরিষদের সাথে আন্তর্জাতিক আদালত সাদৃশ্যপূর্ণ। নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক আদালতের ভূমিকা অপরিসীম।

জাতিসংঘের প্রধান বিচার বিভাগীয় সংস্থা হলো আন্তর্জাতিক আদালত। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিনিয়ত যে অবদান রেখে চলেছে তা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৃহৎ সমস্যাগুলোকে সমাধান করে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করাই আন্তর্জাতিক আদালতের মূল উদ্দেশ্য। সম্প্রতি বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত দাবির বিষয়ে মিয়ানমার-এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ দায়ের করলে এ আদালত বাংলাদেশকে তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেন।

উপসাগরের সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের বিরোধ নিষ্পত্তি হয় এবং দু'দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে সমুদ্র সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের নিকট দ্বারস্থ হয়। আন্তর্জাতিক আদালত ভারত ও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করেন। ফলে দীর্ঘদিন ধরে চলা বিরোধের নিরসন হয় এবং বাংলাদেশ তার ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে সক্ষম হয়। এতে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমাও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বিরোধ নিষ্পত্তি করে সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে আন্তর্জাতিক আদালত। বিশেষ করে শোষিত ও নির্যাতিত দেশগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠেছে আন্তর্জাতিক আদালত।

পরিশেষে বলা যায় যে, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আন্তর্জান্তিক আদালতের অবদান চির অম্লান।

প্রশ্ন ▶৫ রিপন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন সৈনিক। তিনি গত ২০১০ সালে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে বাংলাদেশি সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে আফ্রিকার একটি দেশে গমন করেন। যে প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে তিনি আফ্রিকা গিয়েছেন সেই প্রতিষ্ঠান বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্রত নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রিপন এই প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছে।

◀ শিখনফল: ২

ক. কত সালে CTBT চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

খ. 'পরিবেশ সংরক্ষণে জাতিসংঘ বেশ কার্যকর' —ব্যাখ্যা কর।

গ. রিপনের বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. এই ধরনের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বিশ্বের বৃহৎশক্তিগুলোর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ– মতামত দাও।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯৬ সালে CTBT চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

খ জাতিসংঘের ধরত্রী সম্মেলন ও নানাবিধ চুক্তি পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বকে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডিজেনেরো সম্মেলনে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রতিরোধ ও জীববৈচিত্র্যে সংরক্ষণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর দ্বারা CFC গ্যাস উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

গ রিপনের বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ জাতিসংঘের কার্যকলাপ হলো বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

রিপন যে প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে আফ্রিকা গিয়েছিল সে প্রতিষ্ঠান হলো জাতিসংঘ। কেননা জাতিসংঘ যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ বা গোলযোগপূর্ণ স্থানে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন দেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে। আর রিপন এ বাহিনীরই সদস্য হিসেবে আফ্রিকা গমন করেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জাতিসংঘ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তার কার্যক্রম শুরু করেছিল। পূর্ববর্তী জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে শুরু থেকেই জাতিসংঘের মাধ্যমে ছোট-বড় সকল রাষ্ট্র ও জাতি একসাথে বসে আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রচেষ্টা চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব আদর্শগত কারণে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী বিশ্ব, অপরদিকে সোভিয়েত প্রভাবাধীন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব। এ দুটি বলয়ের বাইরে অবশ্য কতিপয় দেশ একজোট হয়ে জোটনিরপেক্ষ বলয় সৃষ্টি করে। তবে এ তৃতীয় ধারাটি তেমন বলবান ছিল না। মূলত মার্কিন ও সোভিয়েত বলয়ের মধ্যকার ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রভাব জাতিসংঘের কার্যকলাপেও গভীর প্রভাব ফেলে। এছাড়া জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে শান্তি রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ জাতিসংঘের মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্রত নিয়ে ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশগুলো জাতিসংঘে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বে ৫টি রাষ্ট্র বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এগুলো হলো- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও চীন। এ ৫টি দেশ জাতিসংঘের মূল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। এর ফলে জাতিসংঘের যেকোনো কার্যক্রমে এ রাষ্ট্রসমূহের প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। এ রাষ্ট্রগুলোর একটি অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে আর তা হলো ভেটো (Veto) ক্ষমতা। যার অর্থ হলো 'আমি মানি না'। এ ক্ষমতার বলে বৃহৎ শক্তিগুলো সৃষ্টিলগ্ন থেকেই নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ নিজস্ব স্বার্থের পরিপন্থি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তা ভেটো (Veto) দিয়ে বাতিল করার সুযোগ গ্রহণ করেছে। যেমন– ১৯৪৯ সালের চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব ঘটায় বিপ্লবী চীনকে চিয়াং-কাই-শেক-এর ফরমোজা সরকারের পরিবর্তে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ প্রদানের পক্ষে রাশিয়ার প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর ফলে নাকচ হয়ে যায়। ১৯৫০ সালে রাশিয়া হাঙ্গেরিতে আগ্রাসন চালালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমা শক্তি নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করলে রাশিয়ার ভেটোর কারণে আলোচনা হতে পারেনি।

এভাবে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলো জাহিসংঘে প্রভাব বিস্তার করে চলছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সামিরা জাহান শিক্ষা জীবন শেষ করে জাতিসংঘের এমন একটি পরিষদে কাজ করে বিশ্ববাসীর সেবা দিতে আগ্রহী যে পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ১৮টি এবং ১৯৬৫ সালের পর এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭টিতে। এ পরিষদ প্রতি বছর দুইবার অধিবেশনে মিলিত হয়। এই পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কাজ করে থাকে UNESCO, FAO, ILO ইত্যাদি। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. জেনেভা কোথায় অবস্থিত? ১

খ. ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের কার্যক্রম সম্পর্কে লিখ। ২

গ. সামিরা জাহান জাতিসংঘের যে পরিষদের কাজ করতে আগ্রহী পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর সামিরা জাহান-এর উক্ত পরিষদ থেকে অছি পরিষদ ও আন্তর্জাতিক আদালত কম গুরুত্বপূর্ণ? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জেনেভা সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত।

খ ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ অস্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৪৬ সালে ২৪ জানুয়ারি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত এক বিশেষ কমিশন তৈরি হয়। এ কমিশন পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও বিস্তার রোধে কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করে। সাধারণ অস্ত্রের প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়।

গ সামিরা জাহান জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে কাজ করতে আগ্রহী।

উদ্দীপকে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও কার্যক্রম প্রতিফলিত হয়েছে। আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সামিরা জাহান এ পরিষদেই কাজ করতে আগ্রহী। নিম্নে এ পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করা হলো:

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) প্রতিষ্ঠাকালে ১৮টি সদস্যপদ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯৬৫ সালের পর এ সংখ্যা ২৭-এ উন্নীত হয়। এ পরিষদ প্রতিবছর দুইবার অধিবেশনে মিলিত হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার রক্ষা কর্মসূচি, নারীর অধিকার রক্ষা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক ইউনিয়নের গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী শ্রমিক স্বার্থ নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি ব্যাপারে এ সংস্থা কাজ করে। এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এ পরিষদের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সংস্থা রয়েছে। যেমন- শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (IMF) ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত সংস্থাগুলোর মাধ্যমে এ পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমাজ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ন্যূনতম মানবাধিকার রক্ষার অবদান রেখে চলছে।

ঘ না, আমি মনে করি না যে, সামিরা জাহান জাতিসংঘের যে পরিষদে কাজ করতে ইচ্ছুক অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ থেকে অছি পরিষদ ও আন্তর্জাতিক আদালতও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিবদমান রাষ্ট্র বা অঞ্চলসমূহের প্রশাসনিক বিন্যাস অথবা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা অছি পরিষদের দায়িত্ব। ১৯৪৫ সালে লীগ অব নেশনসের ম্যান্ডেটভুক্ত ১১টি দেশের দায়িত্ব নিয়ে এ পরিষদের কার্যক্রম শুরু হয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যবর্গ ও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত হয়। ষাট ও সত্তরের দশকে ম্যান্ডেটভুক্ত অঞ্চলগুলো স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে এ পরিষদের কার্যক্রম নেই বললেই চলে। তবে জাতিসংঘের প্রধান বিচার বিভাগীয় সংস্থা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আদালত। সদস্য রাষ্টগুলোর মধ্যকার বিভিন্ন ইস্যুতে বিবাদ মীমাংসায় স্বেচ্ছায় রাজি হলে এ আদালতের মাধ্যমে তা নিষ্পন্ন করা হয়। ১৫ জন বিচারক নিয়ে এ আদালত গঠিত হয়। বিচারকগণ ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে এর সদর দফতর অবস্থিত। এ আদালতের সভাপতি ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত দাবির বিষয়ে মিয়ানমারে ও ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ করে তার ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলা যায় যে, জাতিসংঘের অছি পরিষদ ও আন্তর্জাতিক আদালতের ভূমিকা অন্যান্য পরিষদ বা সংস্থার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ একমাত্র সন্তান সাইফুলকে বুকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে চুয়াডাঙ্গার আলেয়া বেগম। সাইফুল যুদ্ধকালীন সময়ে আটকা পড়ে অনেক কষ্টে বিশ্বের অন্যতম প্রধান একটি সংস্থার প্রতিনিধিদের সহায়তায় লিবিয়া থেকে দেশে ফিরতে সক্ষম হয়েছিল। বিমানবন্দরে সাইফুল তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, "যে মহান ব্রত নিয়ে এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি যাত্রা শুরু করেছিল হয়ত অনেক ক্ষেত্রে সফল হতে পারেনি। তবুও বলব বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা প্রদান ও বিভিন্ন সংকট নিরসনে এখনও সবাই এই সংস্থার দিকেই তাকিয়ে থাকে।"

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. কোন সংস্থা সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে? ১

খ. ইসরাইলের উদ্ভবে জাতিসংঘের ভূমিকা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাইফুল যে সংস্থার প্রতিনিধিদের সহায়তা পেয়েছে সে সংস্থার সফলতার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. সাইফুলের মন্তব্যের আলোকে বলা যায় "জাতিসংঘ" নামক প্রতিষ্ঠানটি শুধু যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সফল নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ– উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক UNESCO সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।

খ ইসরাইলের উদ্ভবে জাতিসংঘের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৭ সালের ব্রিটেন প্যালেস্টাইন সমস্যাকে জাতিসংঘে উত্থাপন করলে জাতিসংঘ নিযুক্ত কমিশন প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করার সুপারিশ করে। এর ফলে 'ইসরাইল' নামক নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

গ সাইফুল যে সংস্থার প্রতিনিধিদের সহায়তা পেয়েছে সে সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ। চুয়াডাঙ্গার ছেলে সাইফুল ইসলাম যুদ্ধ বিধ্বস্ত লিবিয়া থেকে যে সংস্থার প্রতিনিধিদের সহায়তায় দেশে ফিরতে সক্ষম হয়েছিল সেটি হলো জাতিসংঘ। আর যারা তাকে উদ্ধার করেছিল তারা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য।

জাতিসংঘ জন্মের সূচনা লগ্ন থেকেই সার্থকতা ও সফলতার প্রমাণ দিয়ে চলেছে। যে সকল মহান আদর্শকে ধারণ করে জাতিসংঘ যাত্রা শুরু করেছে তার সবটা না হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জাতিসংঘের ভূমিকা ইতিবাচক বলে প্রমাণিত হয়েছে। ২০১০ সাল পর্যন্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এ সময়কালে জাতিসংঘ ৫৫টি শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং ১৫টি শান্তিরক্ষা বাহিনী বিভিন্ন দেশে সক্রিয়ভাবে কার্যকর রয়েছে। এ সময়কালের মধ্যে প্রায় ১৭২টি যুদ্ধ সম্ভাবনার সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করেছে। এছাড়া ১৯৫০ সালে কোরিয়ার সংকট ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল সংকট, প্রভৃতিতে জাতিসংঘ এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়ে, জাতিসংঘের অনেকগুলো সফলতা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে অধিবাসীদের সহায়তা করা বা আশ্রয় প্রদান করা।

ঘ সাইফুলের মন্তব্যের আলোকে বলা যায় 'জাতিসংঘ' নামক প্রতিষ্ঠানটি শুধু যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সফল তা নয় অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থও বটে।

মূলত জাতিসংঘের অধীনস্থ বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিশনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে যে ঋণদান করা হয় সেগুলোতে এমন সব শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় যে, এসব দেশের দারিদ্র্য দূর হওয়ার পরিবর্তে আরও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। আজও বিশ্বের প্রায় ১০০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিম্নে অবস্থান করছে। এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ প্রতিদিন একবেলা খাদ্যের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে যা জাতিসংঘের অন্যতম ব্যর্থতা।

জাতিসংঘ ১৯৬৮ সালে NPT এবং ১৯৯৬ সালে CTBT চুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে পারমাণবিক অস্ত্র রোধের উদ্যোগ নেয়। আমেরিকা CTBT-তে স্বাক্ষর না করলেও জাতিসংঘ তাকে বাধ্য করাতে পারেনি। এছাড়া ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় জাতিসংঘ প্যালেস্টাইন ও ইসরাইলের মাঝে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠায়। কিন্তু এ বাহিনী এখন পর্যন্ত সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অধিকন্তু ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে আগ্রাসন চালালে জাতিসংঘ এ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লিবিয়া, আফগানিস্তান ও ইরাক অভিযানে জাতিসংঘ নিরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সাইফুল ইসলাম জাতিসংঘের শান্তিরক্ষি বাহিনীর সহায়তায় লিবিয়াথেকে দেশে ফিরতে পেরেছিল। সুতরাং সে জাতিসংঘের সুফল ভোগ করেছে। তথাপি সে একথাও স্বীকার করেছে, যে মহান ব্রত নিয়ে এই আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘ যাত্রা শুরু করেছিল হয়ত অনেক ক্ষেত্রে সফল হতে পারেনি।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতিসংঘের অনেক সফলতা থাকলেও এর ব্যর্থতাও কম নয়।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৮ জিয়াউল হক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন গর্বিত সৈনিক। তিনি গত ২০১৩ সালে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে আফ্রিকার একটি দেশে গমন করেন। যে প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে তিনি আফ্রিকা গিয়েছিলেন সেই প্রতিষ্ঠান বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রিপন এই প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছে।

ক. জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তা করার জন্য কয়টি অর্থনৈতিক কমিশন গঠন করে? ১

খ. মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘের ব্যর্থতা সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এই ধরনের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ- মতামত দাও। ৪